Department of History

Semester: IV
Course Type: CC
Course Code: BAHHISC403
Paper Name: **19th Century Revolutions In Europe**

নিকট-প্রাচ্য সমস্যা, ১৮১৫-১৮৫৬

ইউরোপের পূর্বদিকে অবস্থিত তুর্কীদের অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে যে জটিল রজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা নিকট-প্রাচ্য সমস্যা নামে অভিহিত। এই সমস্যার আদিপর্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের দু'টি উপাদানের সংমিশ্রনে এর উৎপত্তি ঘটেছিল। প্রথমত, তুরষ্ক সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা এবং দ্বিতীয়ত, তুরষ্ককে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পরস্পর বিরোধী স্বার্থ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-- উদীয়মান বলকান জাতিগুলির বিভিন্ন আশা-আকাঙ্খা।

এক সময় অটোমান বা তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল মধ্য-এশিয়া, উত্তর-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। কিন্তু নানা কারণে অষ্টাদশ শতাব্দী হেকে এর পতন শুরু হয়। সুলতানদের বিলাসপরায়নতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সাথে যুক্ত হয় সিংহাসনের উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্ব, কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীন মনোভাব, ধর্মান্ধ সুলতানদের অ-ইসলামীয় প্রজাদের উপর ধর্মীয় উৎপীড়ন, সাম্রাজ্যের মান্ধাতা-আমলের প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য তুরস্ক সাম্রাজ্য খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

তুরষ্কের এই দুর্বলতার কারনে ইউরোপীয় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দুর্নিবার লোভ জাগিয়ে তোলে। তুরষ্কের ভাঙনে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ছিল রাশিয়া। বহু পূর্বেই রাশিয়া বিভিন্ন কারনে তুরষ্কে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল কৃষ্ণসাগর থেকে দার্দানেলিস প্রণালী হয়ে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছনোর জলপথ অধিকার করা, যা 'উষ্ণ জলরাশি নীতি' নামে পরিচিত। কিন্তু কৃষ্ণসাগর অঞ্চল ছিল তুরষ্কের অধিকারে।অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাশিয়ার সম্প্রসারণ নীতি অনেকটাই সফল হয়েছিল। এরই সাথে তুরষ্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গ্রীক চার্চের অধীন খৃষ্টান প্রজাদের ওপর অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুরষ্ক সাম্রাজ্য বন্টনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। এজন্য নেপোলিয়ান আয়োনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেছিলেন। এরপর থেকেই ফ্রান্স তুরষ্কে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়।

তুরষ্ক সাম্রাজ্যে রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদের বিরোধিতা করতে শুরু করে ইংল্যান্ড, কেননা তুরষ্কের অখন্ডত্ব রক্ষা করলে ইংল্যান্ডের প্রাচ্য সাম্রাজ্য নিরাপদ থাকবে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নিকট-প্রাচ্য সমস্যাকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ড বনাম রাশিয়ার দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করেছিল।

বলকান অঞ্চলে ক্রমবর্দ্ধমান রুশ আধিপত্য অস্ট্রিয়ার স্বার্থ বিরোধী ছিল। কারন, বলকান অঞ্চলে রুশ আধিপত্য অস্ট্রিয়ার অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থি ছিল। এছাড়া, অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত শ্লাভ জাতিগোষ্ঠির রাশিয়ার নিখিল শ্লাভ আন্দোলনে যোগদানের সম্ভাবনা ছিল, সেক্ষেত্রে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের সংহতি বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই অস্ট্রিয়াও বলকান অঞ্চলে স্থিতাবস্থার নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতি ছিল। জার্মানি অবশ্য প্রথম দিকে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন ছিল কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সে অস্ট্রিয়ার পক্ষালম্বি হয়েছিল।

তাছাড়া তুরষ্ক সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গের একটি বড় অংশ ছিল খৃষ্টান ধর্মালম্বী। ইসলাম-ধর্মী শাসকশেনীর সঙ্গে স্বভাবতই সদ্ভাব ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে স্বাধীনতা-জাতিয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলকান অঞ্চলের খৃষ্টানরা তুর্কী শাসন-শৃংখল ভাঙতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা জটিলতর হয়ে ওঠে। বলা যায়, তুরষ্ক সাম্রাজ্যের পতনশীলতা, এর সুযোগে রাশিয়ার সম্প্রসারনবাদ ও তার বিপরীতে ইংল্যান্ড-অস্ট্রিয়া-জার্মানীর অনুসৃত তুরষ্কের অখন্ডত্ব

রক্ষার নীতি এবং খৃষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন – এই তিনটি উপাদানের সমাবেশে নিকট-প্রাচ্য সমস্যা ইউরোপের জটিলতম সমস্যায় পর্যবসিত হয়।

(১) সার্বিয়ার আন্দোলনঃ বলকান অঞ্চলে খৃষ্টান অধিবাসীদের মধ্যে তুর্কী সুলতানের অপশাসন ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়েছিল সার্বিয়াতে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি তখন নেপোলীয়ন যুদ্ধে ব্যস্ত। সুতরাং, প্রায় তাদের অলক্ষ্যে সার্বিয়ার আন্দোলনের সূচনা হয় (১৮০৪ খৃষ্টাব্দ)। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কারা জর্জ নামে জনৈক শূকর ব্যবসায়ী। রাশিয়ার হস্তক্ষেপে সার্বিয়া আংশিকভাবে স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। তুরস্ক সার্বিয়াকে করদ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং অভ্যন্তরীন ব্যাপারে তাকে স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার দান করে।
(২) গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামঃ গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিকট-প্রাচ্য সমস্যার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ। ১৮১৪ সালে গ্রীকরা 'ফিলিকে হেটাইরিয়া' (স্বাধীনতার অনুরাগী) নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করা এবং ইউরোপ থেকে তুর্কীদের বিতাড়িত করে প্রাচীন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। ১৮২৯খৃঃ এড্রিয়ানোপলের সন্ধিতে তুরস্ক গ্রীসের স্বায়ত্বশাসন স্বীকার করে এবং রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে ওয়ালাশিয়া এবং মালদাভিয়াও স্বায়ত্বশাসন লাভ করে। রাশিয়া কতকগুলি রাজনৈতিক ও বানিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। এর ফলে দানিয়ূব উপত্যকার রাজ্যগুলি (বর্তমান রুমানিয়ার সমগ্র অংশ) প্রকৃত পক্ষে রাশিয়ার আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। রাশিয়ার এই প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ইংল্যান্ড শঙ্কিত হয়। স্বায়ত্বশাসন-প্রাপ্ত গ্রীসকে রাশিয়া নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া আপত্তি জানায়। অবশেষে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লন্ডনের বৈঠকে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। গ্রীসের প্রথম রাজা হন ব্যাভেরিয়ার প্রিন্স অটো। গ্রীসের স্বাধীনতা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির যুক্ত রক্ষাশর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বলকান অঞ্চলে এটি ছিল জাতীয়তাবাদের প্রথম বিজয়। এই বিজয় বলকান জাতিগুলির মধ্যে মুক্তি-সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছিল।
এই সংগ্রাম তুরস্কের দুর্বলতা স্পষ্ট করে তুলেছিল পরিপূর্ণ নগ্নতায়। প্রমাণ করেছিল নিকট-প্রচ্যের ব্যাপারে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রত্যক্ষ স্বার্থের উপস্থিতি। এর মধ্যে আবার রাশিয়ার আগ্রাসী মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকায় কোন ঐক্যবদ্ধ নীতি অনুসরণ করতে পারেনি। এভাবেই নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সূত্রপাত ঘটে, যা পরবর্তীকালে জটিলতর রূপ লাভ করে।
(৩) মহম্মদ আলির ঘটনাঃ মিশর ছিল তুরস্কের করদ রাজ্য। মহম্মদ আলি মিশরের পাশার পদ লাভ করেন। গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তুরস্কের সুলতান পাশার সাহায্যপ্রার্থী হলে তিনি ও তার পুত্র ইব্রাহিম গ্রীসের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন, এর পুরস্কার স্বরূপ সুলতান তাকে ক্রীট দ্বীপের শাসনকর্তার পদ অর্পণ করেন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্খী মহম্মদ আলি এইটুকেতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ফলে বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অবশেষে, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার চাপে তুর্কী সুলতান মহম্মদ আলিকে সিরিয়া প্রদান করলে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শান্তি স্থাপিত হয়।
কিন্তু মহম্মদ আলির সঙ্গে সুলতানের এই আপস স্থায়ী হয়নি। সুলতান সিরিয়া পুনর্দখলের চেষ্টা করলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে, কারণ এইবার ফ্রান্স মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করে। স্বাভাবিক ভাবেই ইংল্যান্ড ও রাশিয়া শঙ্কিত হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের লন্ডন বৈঠকে মহম্মদ আলিকে শান্তিস্থাপনের জন্য চাপ দেওয়া হয়। অবশেষে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের লন্ডনের সন্ধি অনুসারে ঠিক হয় যে, মহম্মদ আলি মিশরে বংশানুক্রমিক পাশার পদ লাভ করবে, পরিবর্তে তিনি সুলতানের অনুকূলে সিরিয়া সম্পর্কিত সমস্ত দাবি ত্যাগ করবেন। এই সন্ধিতে পামারস্টোনের কূটনীতির জয় হয়—ফ্রান্স ও রাশিয়ার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। যা ভবিষ্যত বৈরিতাকে আরও পুষ্ট করেছিল।
(৪) ক্রিমিয়ার যুদ্ধঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নিকট-প্রাচ্য সমস্যার আরেকটি গুরুওপূর্ণ অধ্যায়। রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাসের উদ্দেশ্য ছিল সুলতানের খৃষ্টান প্রজাদের অভিভাবকত্ব লাভ এবং বসফরাস ও দার্দানেলিস দখল করা। নিক্ট-প্রাচ্য নিয়ে ইংল্যান্ডও উদাসীন ছিল না। কনস্টান্টিনোপলে রুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ বানিজ্যিক ও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই তুরস্কের অখন্ডতা রক্ষা করা ইংল্যান্ডের জন্য অপরিহার্য ছিল। বলকান অঞ্চলে রুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা অস্ট্রিয়ার স্বার্থেরও পরিপন্থি ছিল। এ জন্য অস্ট্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে ''বৈরিতামূলক নিরপেক্ষতা'' নীতি অনুসরণ করেছিল। পিডমন্ট-সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট কাভ্যুর ইটালীর ঐক্যবন্ধনের জন্য ইংল্যান্ড অ ফ্রান্সের প্রয়োজনীয় সাহায্য লাভের আশায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করে। যুদ্ধ যখন প্রায় আসন্ন তখন তুরস্ক ওয়ালাশিয়া ও মালদাভিয়া থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়। রাশিয়া কর্ণপাত না করলে তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সূচনা হয়েছিল ক্রিমিয়ার যুদ্ধের। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ প্যারিসের সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘোষিত হয়েছিল। নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সমাধান হিসাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের কোন কৃতিত্ব নেই, কিন্তু এর পরোক্ষ ফল ছিল সুদূরপ্রসারি। উচ্চকাঙ্খি রাশিয়া ১৫ বছরের মধ্যেই প্যারিসের সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন

করে কৃষ্ণসাগরে রণতরী প্রেরণ করে এবং বেসারাবিয়া পুনরায় অধিকার করে নেয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রুশ-তুরষ্ক যুদ্ধ শুরু হয়।

যথার্থভাবেই ১৮৫৬ সালের প্যারিসের শান্তি চুক্তি নিকট-প্রাচ্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি। রাশিয়া- তুরষ্ক বিরোধের অবসান বা বলকান জাতিগুলির জাতীয়তাবাদী আশ-আকাঙ্খার পূরণের কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। বৃহৎ শক্তিগুলি তাদের নিজেদের স্বার্থে নিকট-প্রাচ্য সমস্যার সমাধান করতে ব্যস্ত ছিল। তাই পরবর্তী দশকগুলিতে এই সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছিল। ১৯১২-১৯১৩ খৃষ্টাব্দের দু'টি বলকান যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মহড়া হিসাবে সংঘটিত হয়।

Prepared by Jyotika Waghela, Associate Professor of History, Raniganj Girls' College